বাংলাদেশ তামাক মুক্ত করতে প্রয়োজন তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। দেশের তরুণ প্রজন্মকে তামাক ব্যবহার হতে মুক্ত করতে পারলেই তা বাস্তবায়ন সম্ভব। কর বৃদ্ধি করে ধূমপান মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে শনিবার (২২ মে ২০২১) সকাল ১১টায় অনলাইন মিটিং ‘জুম’ প্লাটফর্মে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, এইড ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক শাগুফতা সুলতানার সভাপতিত্বে, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় অর্থনৈতিক গবেষনা ব্যুরো (বিইআর) তামাক কর প্রকল্পের ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, এইডের ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফিসার আবু নাসের অনীক এর সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশগ্রণ করেন, পদ্মার নির্বাহী পরিচালক হাবিবুর রহমান, দৈনিক লাখোকন্ঠের মেহেরপুর প্রতিনিধি প্রভাষক রফিকুল আলম, নড়াইল কন্ঠের সম্পাদক হাফিজুর রহমান, সাংবাদিক মিলন রহমান, এসসিডিও নির্বাহী পরিচালক শুকান্তা দাস, পল্লী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ইলিয়াস হোসেন, কেএসকেএস সংস্থার পরিচালক আরিন্দম দেবনাথ, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট প্রতিনিধি মিথুন বৈদ্য, ঢাকা ট্রিবিউন খুলনা প্রতিনিধি হেদায়েত হোসেন। মূল প্রবন্ধে জানা গেছে, প্রতিবছর জাতীয় বাজেটে “রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে” তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ও এর ওপর কর আরোপ করা হয়। কিন্তু করারোপের পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতার কারণে এটি যেমন প্রত্যাশা মতো রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করতে পারে না তেমনি তামাকের ব্যবহার কাঙ্খিত মাত্রায় কমিয়ে আনতে পারে না। আমাদের দেশে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্যের ওপর শতাংশ হারে (অ্যাড ভেলোরেম পদ্ধতিতে) সম্পুরক শুল্ক আরোপ করা হয়। করারোপের এই পদ্ধতিটি জটিল ও ত্রুটিপূর্ণ। এই কারণে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়লেও তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা যেমন কাঙ্খিত হারে কমছে না, তেমনি সরকারের রাজস্ব আয়ও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে না। ফলে তামাক কোম্পানির মুনাফা অনাকাঙ্খিতভাবে

সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসবে। এতে দীর্ঘ মেয়াদে ৮ লক্ষ তামাক ব্যবহারকারীর জীবন রক্ষা হবে। একইসঙ্গে রাজস্ব আয় প্রায় ৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে। তাই আমাদের দাবী উপর্যুক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যে করারোপ করুন, এতে মানুষের জীবন বাঁচবে, রাজস্ব আয়ও বাড়বে।
পাশাপাশি সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম কার্যকর কৌশল হলো তামাক জাত দ্রব্যে দাম বাড়িয়ে এর সহজলভ্যতাকে সংকুচিত করা। ২০৪০ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে হলে তামাকের ব্যবহার প্রতি বছর গড়ে ১.৫% হারে কমিয়ে আনতে হবে। ২০৪০ সালের মধ্যে লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনা বাড়বে যদি আরো আগেই তামাক ব্যবহারের প্রবণতা ব্যাপকহারে কমিয়ে আনা যায়। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ২০২১ সালের মধ্যে বর্তমান তামাক ব্যবহারের প্রবণতা ২৮.৪% কমানোর লক্ষ্য স্থির করতে হবে। এটি সম্ভব হবে যদি যদি যথাযথ পরিমাণ ও পদ্ধতিতে তামাকজাত দ্রব্যেরর ওপর করারোপ করা হয়। তাই জনগণের বৃহত্তর কণ্যাণ বিবেচনায় তামাকজাত দ্রবের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপের বিষয়টি আসন্ন বাজেটে প্রতিফলন ঘটবে বলে আশা ব্যাক্ত করেন বক্তারা।

গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চুরি হওয়া ল্যাপটপ একদিন পর উদ্ধার

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে চুরি হওয়া ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধায় চুরি যাওয়া ল্যাপটপ শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে তা উদ্ধার করে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়েছে বলে জানান কর্তৃপক্ষ।

জানাগেছে, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে টি,বি সেকশনের টেকনিশিয়ান মাখন এর ব্যাবহৃত এইচপি কোম্পানীর একটি ল্যাপটপ চুরি হয়ে যায়। ল্যাপটপ চুরির ঘটনা জানতে পেরে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের

কর্মকর্তা ল্যাপটপটি খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। ল্যাপটপের সন্ধানে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও ডাক্তার বিডি দাসকে দায়িত্ব দিলে বিডি দাস বিভিন্ন মাধ্যমে সন্ধান শুরু করেন। সিসি টিভির ফুটেজ যাচাই করে ল্যাপটপ চুরির সাথে জড়িত ব্যাক্তিকে সনাক্ত করে ল্যাপটপ টি উদ্ধার করেন।

বিডি দাস জানান, ল্যাপটপটি উদ্ধার করা হয়েছে তবে কোথায় থেকে উদ্ধার হয়েছে তানা জানাতে চাননি।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ইউএইচএফ পিও আহাম্মেদ রাইহান শরিফ জানান, শুক্রবার সন্ধায় টি,বি কক্ষ থেকে চুরি হওয়া ল্যাপটপটি উদ্ধার হয়েছে। চুরির সাথে জড়িতদের নাম প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছেনা। এবিষয়ে গাংনী থানায় একটি জিডি করার প্রস্তুতি চলছে।

সাংবাদিক আল আমীনের জামিন

মেহেরপুরের গাংনীতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলায় গ্রেফতার সাংবাদিক আল আমীনকে জামিন দিয়েছে আদালত।
শনিবার বিকাল সাড়ে ৫টায় জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট বেগম রাফিয়া সুলতানার আদালতে জামিন আবেদন করলে জামিন মঞ্জুর করে আদালত। জামিনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুর কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক গোলাম মোহাম্মদ। আসামী পক্ষের ছিলেন আইনজীবি শফিকুল আলম।
এর আগে শনিবার ভোরে গাংনী পৌর শহরের বাঁশবাড়িয়া গ্রামের তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। আল আমিন ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিজনেস বাংলাদেশ পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি।
উল্লেখ্য: ২০২০ সালের ১১ মে স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় গাংনীর সাবেক এমপি মকবুলের কান্ড; ২৬ বছর দখলে রেখেছেন পরের বাড়ি শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর গাংনী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেনের ভাগ্নে সবুজ হোসেন বাদী হয়ে গাংনী থানায় মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমন, সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন ও যুগ্ন সম্পাদক আল আমীনের নামে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে

মামলাটি দায়ের করেন। মামলা নং ১২ তাং ১৩-০৫-২০২০ইং।

চুয়াডাঙ্গায় বাল্যবিয়ের অপরাধে দুইজনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গায় বাল্য বিবাহ করার অপরাধে রকি আলীর ১ মাস ও কাজী জাহিদুল ইসলামের ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে । চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পিরোজখালী এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করে বাল্য বিবাহ করার অপরাধে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনে রকি আলীর ১ মাস এবং বাল্যবিবাহ পড়ানোর অপরাধে একই আইনের ৯ ধারায় কাজী মোঃ জাহিদুল ইসলামের ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান এর নেতৃত্ব গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১১ টার সময় চুয়াডাঙ্গা সদরের পিরোজখালী এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করে বাল্য বিবাহ করার অপরাধে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ এর ৭ ধারায় মোঃ রকি আলী(২৩), পিতা- মোঃ আইনাল হক, সাং- পিরোজখালী, উপজেলা ও জেলা- চুয়াডাঙ্গা কে ০১(এক) মাস এবং বাল্যবিবাহ পড়ানোর অপরাধে একই আইনের ৯ ধারায় কাজী মোঃ জাহিদুল ইসলাম, পিতা- মৃত. রমজান আলী,সাং- পিরোজখালী, উপজেলা ও জেলা- চুয়াডাঙ্গা কে ০৩(তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করেন। সহযোগিতায় ছিলেন মোঃ সোবহান আলী, পেশকার, মোবাইল কোর্ট ও অফিস সহায়ক মোঃ আরমান আলী এবং এস,আই নীতিশ কুমারের নেতৃত্বে সদর থনা পুলিশের চৌকস দল । জনস্বার্থে এ অভিযান চলতে থাকবে।

কার্পাসডাঙ্গায় বেপরোয়া শামসুল কাজী বাড়ছে বিবাহ বিচ্ছেদ

বাল্য বিবাহ ” শব্দটা বাংলাদেশে একটা সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কত প্রাণ অকালে ঝরে পড়ছে তার সঠিক হিসেব কি কেউ রাখছে বা নিচ্ছে? বলা হয় অপুষ্টি বা জরায়ু ক্যান্সার বা কঠিন কোন অসুখে পড়ে মারা গেছে।

অশিক্ষিত পরিবারে কন্যা সন্তান জন্ম নেয়াটাই যেন পাপ। পিতামাতা শুধু একথাটাই ভাবেন, মেয়েটা কখন একটু বড় হবে? বিয়েটা দিতে পারলেই যেন বাঁচেন। একটি অসুস্থ প্রতিযোগীতার মতো চলছে ব্যাপারটি। সরকারীভাবে বহু সচেতনতা ও শাস্তির বিধান থাকলেও কে শুনে কার কথা।

সবচেয়ে বড় প্রয়োজন নিজে সচেতন হওয়া, আর সেটাইতো হচ্ছে না। তাই আইনের চোখ ফাঁকি দিতে মোটা অংকে টাকার বিনিমেয় রাতের আঁধারে অসাধু কাজী বিএনপি’র নেতা দুর্র্ধষ জামায়াত-শিবির ক্যাডার শামসুল কাজী বেপরোয়া হয়ে উঠেছে আবারো।পরিবারের সিদ্ধান্তে ঘর বাঁধেন। শুরু হয় একটি সুখী সংসারের ’পরশ পাথরের’ গল্প। ধন নয়, মান নয়, এইটুকু বাসা করেছিনু আশা।

প্রথমদিকে দাম্পত্য জীবনে বোঝাপড়াটা হয়ে ওঠে ’সোনার হাতে সোনার কাকন অলংকারে’র মতো বাঁধানো। কিন্তু বুকভরা আশা আর রঙিন স্বপ্ন নিয়ে ঘর বাঁধলেও সর্বক্ষেত্রে ধরা দিচ্ছে না সুখপাখি। কখনো কখনো মেহেদীর রঙ মোছার আগেই ভেঙে যাচ্ছে অনেকের সংসার। আধুনিকতার ছোঁয়ায় সংসারের বন্ধন দুর্বল হচ্ছে ক্রমেই। যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে মানুষ। ফলে বাড়ছে বিবাহবিচ্ছেদ এই শামসুল কাজী’র জন্য।
কিন্তু ’সংসার সুখের হয় রমনীর গুনে’ প্রচলিত এই প্রবাদ সময়ের ব্যবধানে ভেঙ্গে যাচ্ছে। এখন তালাকের ঘটনায় নারীরা পুরুষের চেয়ে দশগুণ এগিয়ে গেছে। বর্তমান সময়ে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নে ৮০ শতাংশ তালাকের ঘটনা ঘটছে শামসুল কাজী’র বাল্যবিবাহর কারনে স্ত্রী কর্তৃক। স্বপ্নগুলো সত্য হয়ে উঠতে না উঠতেই খানখান হয়ে যাচ্ছে।

নাম না প্রকাশ করার শর্তে অনেকে জানান দামুডহুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের চাকুরিয়া গ্রামের ভূমিখেকো অরফে চিটার নামে

বিখ্যাত লুৎফর টেংরা। তার ছেলে অসাধু কাজী শামসুল। রেজিষ্ট্রার ছাড়ায় ১০, ১২,১৪,১৬, থেকে সকল অপ্রাপ্ত বয়স্ক দের বিয়ে পড়িয়ে থাকে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে।

এই বাল্যবিবাহ পড়ানোর কারণে বিগত পূর্ব দামুডহুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মো: ফরিদ উদ্দীন। বাল্যবিয়ে পড়ানোর অপরাধের ভ্রাম্যমাণ আদালতে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন। এবং জীবনে এমন ভুল করবে না বলে শিখার করেন। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই প্রশাসনকে বিদ্ধা আঙ্গুল দেখিয়ে বাল্যবিবাহ সহ অনেক অপকর্ম করে বেড়াচ্ছেন ভন্ড শামসুল কাজী।

যার কারণে অকালে ঝরে পড়ছে শত শত স্কুল ছাত্রীর প্রাণ। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে একটি জীবন, করোনাকালিন সময়ে ঘটেছে বেশ কিছু তালাকের ঘটনা যার বেশির ভাগই বাল্যবিবাহ কারন। শামসুল কাজী’র বিরুদ্ধে তদন্ত পূর্বক ব্যাবস্থা নিতে চুয়াডাঙ্গা জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

শামসুল কাজী’র অপকর্ম সবার সামনে তুলে ধরতে আমরা আসছিৃৃ বিস্তারিত জানতে মেহেরপুর প্রতিদিনে এ চোখ রাখুন।

সোহেল রানার উত্থানের উৎস কি

?

রাতারাতি বড়লোক হওয়ার একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে কিছু মানুষের মধ্যে। আর সেটি যেভাবেই হোক। নিয়মনীতি, সামাজিক মর্যাদাকে বৃদ্ধাঙ্গলী দেখিয়ে যে কোন উপায়ে সম্পদ গড়তে হবে। এ যেন এক নেশা। ঠিক তেমনি মাদক ব্যবসা করে অল্পদিনের মধ্যে ট্রাক, মাইক্রো ও জমির মালিক হয়েছেন সোহেল রানা এমনি অভিযোগ ঘুরপাক খাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াসহ স্থানীয়দের মাঝে। তবে পুলিশের কাছে তার বিরুদ্ধে কোন মামলা বা অভিযোগ নেই।

অভিযুক্ত সোহেল রানা মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, সোহেল রানার বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন অভিযোগ শুনতে পাচ্ছি। তবে তার বিরুদ্ধে কোন মামলা নেই। তবে অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুজিবনগরে সড়ক দুর্ঘটনায় শ্রমিক নিহত

মুজিবনগর ইট ভাঙা গাড়ীর নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ইজারুল ইসলাম (৪৮) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন।

শনিবার সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর আনন্দবাস সড়কের বাগোয়ান অফিস মোড়ে এ দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যাক্তি দারিয়াপুর গ্যাজাল পাড়ার মওলা বক্স এর ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী বাগোয়ান অফিস মোড়ের চায়ের দোকানদার রকিবুল জানান, সকাল ৬টার দিকে বল্লভপুরের দিক থেকে ইট ভাঙ্গা গাড়িতে করে দারিয়াপুর ও পুরন্দরপুর গ্রামের ইটভাঙ্গা শ্রমিক আনন্দবাস গ্রামের দিকে যার পথে আমার চায়ের দোকোনের আগে ব্যাক ঘুরতে গেলে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে গাড়িটি রাস্তার পাশে গর্তে উল্টিয়ে যায়। এতে করে ইজারুল ইসলাম ঘটনাস্থলেই মারা যান। এছাড়া গাড়ির নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্হলে কয়েক জন সামান্য আহত হয়।

মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর কর্তব্যরত ডাক্তার জানান, সকাল পৌনে ৭ টার দিকে ইজারুল কে হাসপাতালে নিয়ে আসে লোকজন কিন্তু হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্য (ওসি) আব্দুল হাশেম।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

শ্যামপুরে পিতার বিরুদ্ধে পেঁপের বাগান কেটে দেয়ার অভিযোগ

পিতা পুত্রের মধ্যে দন্দ ও মনমালিন্য থাকতেই পারে। তাই বলে রাগের বসবর্তী হয়ে পুত্রের ফসল বিনস্ট করতে হবে এমন দৃষ্টান্ত কোথাও না মিল্লেও পিতা-পুত্রের মধ্যে এমনই এক ঘটনা ঘটেছে মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামে। বৃহস্পতিবার রাতে পিতা-তারই পুত্রের জমির পেঁপে ক্ষেত কেটে বিনস্ট করেছে। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোন মামলা হয়নি।

জানাগেছে, শ্যামপুর গ্রামেরর আব্দুল ওয়াহেদ আলীর ছেলে সেলিম হোসেন অন্যের কাছ থেকে দেড়বিঘা জমি বর্গা নিয়ে পেঁপে চাষ করেছেন। প্রথমবার পেঁপে বাজারজাত করেছেন। এরই মধ্যে সেলিম ও তার পিতা আব্দুল ওয়াহেদ এর সাথে পারিবারিক দ্বন্দ হয়। একপর্যায়ে বৃহস্পতিবার রাতের কোনো এক সময় পিতা ওয়াহেদ তার কিছু বন্ধু মিলে অর্ধেক জমির পেঁপেসহ পেঁপে গাছ কেটে বিনস্ট করেন বলে অভিযোগ করেন পেঁপে চাষি সেলিম হোসেন। তিনি বলেন, সকালে পেঁপের গাছে কীটনাশক প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখেন তার জমির অর্ধেক পেঁপে গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। এ অমানবিক দৃশ্য দেখে কান্যায় ভেঙ্গে পড়েন সেলিম। পেঁপে চাষ করতে গিয়ে জমির বর্গা খরচ ও সার,বীজ ও কীটনাশক করচ বাবদ বেশ কিছু টাকা ঋণ গ্রস্থ হয়েছেন। আবাদ শেষে ঋণের টাকা পরিশোধ করার কথা। এমতাবস্থায় পেঁপে গাছ কেটে দেয়ায় মোটা টাকার আর্থিক ক্ষতি হয় সেলিমের।

পেঁপে চাষি সেলিম হোসেনের পিতা আব্দুল ওযাহেদ বলেন,পেঁপে গাছ কাটার সাথে আমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। আমাকে ফাঁসানোর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক স্বপন কুমার খাঁ বলেন, মানুষের সাথে মানুষের দ্বন্দ থাকতে পারে,সেই শত্রুতার জেরে কৃষকের ফলানো ফসল বিনস্ট খুবই ন্যাক্কার জনক। ফসল বিনস্টকারীদের

বিরুদ্ধে আইনগত ব্যাবস্থা নেয়া প্রয়োজন। ক্ষতিগ্রস্থ পেঁপে চাষী সহযোগীতা চাইলে দেয়া হবে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহদারা বলেন, আমার কাছে কোনো অভিযোগ করেনি,অভিযোগ পেলে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে পান বরজ থেকে গাঁজা গাছ উদ্ধার ॥ গ্রেফতার এক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর গ্রামের একটি পান বরজে অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছ উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। শুক্রবার বিকেলে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল গাঁজাসহ জব্দ ও পান বরজ মালিক কুতুব উদ্দীনকে (৬০) গ্রেফতার করেছে।

গাংনী থানা সুত্রে জানা গেছে, গাংনী থানার পরিদর্শক তদন্ত সাজেদুল ইসলাম এএসআই বিপ্লবসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে রাইপুর মাঠে অভিযান চালায়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পেরেছিলেন একটি পান বরজে গাঁজা চাষ হচ্ছে। অভিযানে বড় আকারের ৭টি গাঁজা গাছ কেটে তা জব্দ করা হয়। গাঁজা চাষের অপরাধে গ্রেফতার করা হয় পান বরজ মালিক কুতুব উদ্দীন।

এদিকে গ্রেফতারের পর কুতুব উদ্দীন পুলিশের কাছে দাবি করেন গাঁজা চাষের বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। তার ছেলে সবুজ হোসেন এই পান বরজ দেখাশোনা করেন। তবে পুলিশের অভিযান টের পেয়ে আত্মগোপন করেন অভিযুক্ত গাঁজা চাষী সবুজ হোসেন।
গাংনী থানার পরিদর্শক তদন্ত সাজেদুল ইসলাম বলেন, পান বরজ মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের পুর্বক আদালতে প্রেরণ করা হবে। জব্দকৃত গাঁজা গাছগুলো আদালতে প্রেরণ করা হবে। গাঁজা চাষের বিষয়ে তদন্ত করে আত্মগোপনে থাকা সবুজ হোসেনের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।